শিকার

১

“নিঁখুত অপারেশন এর জন্য সবসময় প্রয়োজন গোছানো প্ল্যানিং...সালটা ১৯৮৪...কদিন আগে তার হাত ধরেই জয়ের স্বাদ পেয়েছে গোটা ভারত।খবরটা পাকা ছিল...ধর্মতলার হোটেল "ব্লু হেভেন"...ভোর সাড়ে পাঁচটা।সাফাইকর্মীদের ব্যাবহার করার জন্য হোটেলের পিছনের দরজার খবরটা আমার জানা ছিল।তারপর এক হাউজকিপিং কর্মীকে ২০ টাকার বিনিময়ে আদায় করা লাখটাকার খবর।ফিফথ ফ্লোর...রুম নম্বর ৪২৪..তারপর করিডরে পাক্কা ৫৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর দেখা মিলেছিল তাঁর।’’

গলির স্ট্রিটলাইটের আলো রাস্তা ছাড়িয়ে এখন দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে।

একটানা বলে থামলেন বছর ৬৫ এর দীর্ঘদেহী চন্দ্র সামন্ত।সামনের আগন্তুককে অফার করে, একটা মার্লবোরো সিগারেট ধরালেন।

ঢেউ খেলানো চুলে একবার হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

“চা? কফি? অবশ্য আমার কাজের লোক আজ ছুটিতে আমাকেই বানাতে হবে।’’

আগন্তুক এবারও না সূচক মাথা নাড়লেন।

অ্যাশট্রে তে ছাই ঝেড়ে আবার ফিরে গেলেন ১৯৮৪ তে।তারপর হোটেল ব্লু হেভেন সেদিন কপিল দেব তাকে নিরাশ করেননি।

তারপর তার শিকার জীবনের ৩৪ বছরে অভিজ্ঞতা আজ ছড়িয়ে তার ড্রয়িংরুম এর আলমারি ক্যাবিনেট ড্রয়ারে ফাইলে।

শব্দটা প্রথম জানা পাড়াতুতো এক জ্যাঠার থেকে। পি..এইচ...আই...এল....."ফিলোগ্রাফি"..শব্দটা আর ভোলেননি তিনি।

তার দশটা পাঁচটা অফিসের বাইরে নি:সঙ্গ জীবনে শখ আহ্লাদ বলতে এটাই..শিকার।

সই শিকার।

২

শুরু দাদার ডায়েরি থেকে। নিছকই খেলার ছলে শুরু করে আজ দীর্ঘ ৩৪ বছরে তা ধ্যান জ্ঞান বা নেশায় দাঁড়িয়েছে। দাদার লাল রেক্সিন মোড়া ডায়েরিটা ছাড়িয়ে অটোগ্রাফের সংগ্রহ আজ বাধানো খাতা, পোস্টকার্ড, স্ট্যাম্প, পুরোনো বই, মিনিয়েচার ব্যাট, টিকিট; ইত্যাদিতে।

সর্বমোট আজ তার সংগ্রহ ২০০০+ অটোগ্রাফ। ক্রিকেটার থেকে ফিল্মস্টার, গায়ক থেকে বিজ্ঞানী, নোবেল থেকে ভারতরত্ন। আরও কতশত ক্যাটাগরি র অটোগ্রাফ।

তবে পথ কখনওই মসৃণ ছিলনা,ধৈর্য,সময়, টাকা সবই সমানভাবে খরচ করেছেন তিনি।

কারোর কারোর কাছে অবশ্য এত সব পরিশ্রম নেহাতই ছেলেমানুষি, আবেগের অপচয়। তাতে অবশ্য তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয়নি।

কখনও অটোগ্রাফ চেয়ে চিঠি দিয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা, কখনো চিঠির সাথে ছড়া, কিম্বা ছবি, বা শুভেচ্ছাবার্তা থাকত, কখনও বা অপেক্ষা অন্তহীন হত।

পুলিশের লাঠির বাড়ি, সিকিউরিটি র ঘাড়ধাক্কা থেকে শুরু করে ঘন্টার পর ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকা, এমনকি তারকাদের উপেক্ষা পর্যন্ত সইতে হয়েছে।

তাছাড়া, হোটেলের স্টাফ থেকে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি র কয়েকজনের সঙ্গে ভাব রেখে মন যুগিয়েও চলতে হয় কার্যসিদ্ধি র জন্য।

অবশ্য প্রয়োজন হলে দ্বিগুণ টাকা খরচ করতেও পিছপা হননা তিনি।কিন্তু টাকার সাথে সমানভাবে বুদ্ধিও খরচ করতে হয়, একটি সুন্দর অটোগ্রাফের জন্য।

পেলের সই সংগ্রহের জন্য পেলের মাতৃভাষা পর্তুগিজে ক্র্যাশকোর্স করেছিলেন, এবং সফল ও হয়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

পর্তুগিজে আলাপের দৌড় ক্ষণস্থায়ী হলেও তা অমূল্য, সইয়ের সাথে ছবিও তোলা হয়েছিল।

৩

সাফল্যের আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি তাকে ব্যার্থতার বেদনাও সইতে হয়েছে। কথায় আছে যে সয় সে রয়।

আর তাই আজ চন্দ্র সামন্ত অটোগ্রাফ ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির নাম।

সামনের মাসে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন বিটলস খ্যাত জন লেননের সেই বিখ্যাত অটোগ্রাফ ওয়ালা কুখ্যাত ডায়েরী। যার মালিক ছিলেন খোদ জন লেননের আঁতাতায়ী। তার অটোগ্রাফ সংগ্রহের পর পর ই তাকে গুলি করে হত্যা করেন মার্ক ডেভিড চ্যাপম্যান।

বহু হাতফেরতা হয়ে ডায়েরী আজ ভারতে। এবার তা নিলামে উঠবে।

অমূল্য সেই ডায়েরীর দুর্মূল্য দাম আন্দাজ করেই কোমর বেধে নেমেছেন তিনি, এবং তাঁর সংগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে তাঁর সংগ্রহ ই।

৪

অটোগ্রাফ শিকারের গল্প শেষ করে কিছুটা থামলেন তিনি।তার আবলুশ রঙের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার টেনে বের করলেন একটি ফাইল।

অটোগ্রাফ তিনি বরাবর চেষ্টা করেন যাতে একাধিক থাকে। একটি নিজস্ব ও বাকিগুলির বিনিময়ে অন্য অটোগ্রাফ বা কখনো নগদ নারায়ণ লাভ।

রথ দেখা কলা বেচা দুই ই হল।

তাই আজ তার ড্রয়িংরুম এ আগন্তুকের আগমন।আগন্তুক আর তার মধ্যে যোগসূত্র কফিহাউসের পাশের গলির মধ্যে রঙচটা সাইনবোর্ড ভাঙা দোকানের মালিক অমিয় চাকী।

অমিয় চাকী র দোকান পুরোনো বইয়ের। চন্দ্রবাবু তার দোকানের বছর তিনের নিয়মিত খদ্দের।পুরোনো বই থেকেও অনেকসময় লেখকের অটোগ্রাফ পাওয়া যায়।

দামটা একটু বেশী ধরলেও তাঁর চাহিদা অমিয়বাবুর নখদর্পণ এ বলে দুজনের মধ্যে বেশ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই খবরটি প্রথম অমিয়বাবুকেই পাঁচকান করার দায়িত্ব দেন চন্দ্রবাবু।

সাধারণত অটোগ্রাফের মূল্য নির্ধারণ হয় নানা দিক দিয়ে, তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল তার দুষ্প্রাপ্যতা।সম্প্রতি চন্দ্র বাবুর হাতে এসেছে তেমনই এক দুষ্প্রাপ্য অটোগ্রাফ।

লেখক মণিনাথ ভট্টাচার্য র অটোগ্রাফ।যিনি বাংলা সাহিত্যের এক যুগের অপরাজেয় থ্রিলার সম্রাট। তবে তার লেখাই তাঁর পরিচয়, আজ পর্যন্ত কেউ কখনওই তাকে দেখেনি।

না অনুষ্ঠানে, না বইপাড়ায়। এমনকি তার অটোগ্রাফ ও কারোর কাছে আছে বলে এমন কেউ দাবি করতে পারবেনা।

আড়ালের এই আলোকে দেখার জন্য চেষ্টা কম হয়নি। তবে সেই চেষ্টা চেষ্টাই থেকে যাবে কারণ তিনি মারা গেছেন মাস ৬ য় আগেই।

সুতরাং মনিনাথ ভট্টাচার্য এর অটোগ্রাফ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার যথেষ্ট কারণ।

৫

অমিয় চাকী চন্দ্রবাবুর অনুরোধমত পাঠিয়েছেন এই আগন্তুক কে।

ফর্সা,মাঝারি উচ্চতা,চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা। এর আগেও অবশ্য অন্য দুজন এলেও দরাদরি তে পোষায়নি চন্দ্রবাবুর।

এবার প্রত্যাশা মতো দামের আশা নিয়ে ফাইল থেকে বেছে বেছে, সযত্নে রাখা হলদেটে হয়ে যাওয়া বইয়ের পাতা টা ততোধিক সযত্নে তুলে ধরলেন টেবিলে।

হাইপাওয়ার টেবিল ল্যাম্পের নীচে। হলদে পাতায় কালচে আঁচড়।

অটোগ্রাফ সংগ্রহের পাশাপাশি অটোগ্রাফ নিয়ে পড়াশোনাও বেশ কিছুটা।

কোথাও পড়েছিলেন নীল আর্মস্ট্রং ও তার অন্যান্য সহযাত্রী রা চাঁদে যাওয়ার আগে শতাধিক খামে নিজেদের সই করে গেছিলেন, যাতে তাদের কোনো দুর্ঘটনা হলে তাদের পরিবার ওই সই করা খাম গুলি বিক্রি করে সংসার চালাতে পারে।

যদিও তার প্রয়োজন পড়েনি।

হলদেটে কাগজে চোখ বুলিয়ে ই চন্দ্রবাবুর সমস্ত উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে আগন্তুক বললেন

“আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। নাকি অন্যায়? আশা করছি ভুল আর অন্যায় এর পার্থক্য টা আপনি বোঝেন।’’

৬

“এরকম জালিয়াতি চালিয়ে যাচ্ছেন কতদিন? আর নয়।’’

কর্কশ গলায় পারদ চড়ছে আগন্তুকের।

“আপনার সাহস তো কম নয়। আপনি জানেন আমি...’’

অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো বুঝলেন চন্দ্রবাবু। ধীরস্থিরভাবে শান্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুললেন আগন্তুকের দিকে..

"দেখুন আপনি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে এ সই নকল?

আপনি নিতে না চান আমার ঘরের দরজা তো আপনার অজানা নয়। আমার চুল কালো থেকে রুপোলি হয়েছে,কিন্তু আমার ৩০ বছরের শখের জীবনে কখনো জালিয়াতি করেছি বলে কেউ অপবাদ দেয়নি, কেউ যদি আমার চরিত্রে মিথ্যের কাদা ছেটাতে চায় তবে---

মিথ্যে?; মিথ্যে একটাই সেটা এই সই। এ সই মণিনাথ বাবুর নয়।

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ধীরেসুস্থে উঠলেন চন্দ্রবাবু...প্রত্যেক ব্যাবসারই একটা এথিক্স থাকে। নেহাত অমিয়বাবু পাঠিয়েছেন নয়তো প্রমাণ ছাড়া মিথ্যে অপবাদ দেওয়ার জন্য...

প্রমাণ?!" আগন্তুক নি:শব্দে হাসলেন। "গুটি সাজিয়েছিলে ভালোই কিন্তু ভুল হল চালে"

"কী বলতে চান আপনি?" বললেন চন্দ্র সামন্ত।

৭

"আমি বলতে চাই মণিনাথ এই সই কখনওই করেননি-কখনও করতে পারেন না।

সত্যিই তো আপনি কীকরে জানবেন যে আপনার শিকারের নেশায় নিজের ফাঁদের শিকার হবেন নিজেই...কীভাবে জানবেন এই সই অসম্ভব..কীকরে জানবেন মণিনাথের দুই হাতই ছিল সম্পূর্ণ অকেজো... কীকরে জানবেন আমিই মণিনাথ"।

সশব্দে টেবিলের উপর উলটে পড়া চন্দ্র সামন্তের শরীর পরীক্ষা করে আগন্তুক বুঝলেন যে চন্দ্র সামন্ত এখন চন্দ্রবিন্দু সামন্ত হয়ে গেছে। নার্ভাস ব্রেকডাউন সম্ভবত। ভয় আর শকেই...কার্যসিদ্ধির জন্য এটুকু মিথ্যে বলতেই হল আগন্তুক কে।

অবশ্য পুরোপুরি নয় আংশিক। তিনিও মণিনাথ, তবে মণিনাথ চাকী। স্বর্গীয় লেখক মণিনাথ কুন্ডুর সেক্রেটারি।

তাই লেখকের বাইরে একমাত্র দ্বিতীয় ব্যাক্তি হিসেবে কেবল তিনি জানতেন লেখকের অকেজো হাতের কথা। তাই এই সই যে জাল তা বুঝেছিলেন সহজেই।

৮

জাল সই টা পকেটে ভরে,ফোন থেকে রিং করলেন একটি নাম্বারে। রিং পৌঁছালো উত্তর কলকাতার একটি গলির দোকানে।

“হ্যা মণি?...অপারেশন সাকসেসফুল?..উইদাউট অ্যানি প্রবলেম?...হ্যাঁ সইটা নিয়েছিস তো?...যাক বাপের মান রাখলি। ঠিক আছে এখন রাখছি। বাড়ি ফিরে কথা হবে।’’

ফোনটা রেখে চওড়া হাসলেন অমিয় চাকী। জাল দিয়েই জাল পাততে হবে। দীনেশ গোয়েঙ্কা তার বেশ ওজনদার খদ্দের। লেখকের জাল সইটা আসল বলে চালাতে হবে আবার।